কমপিউটার জগৎ-এর ২৬ বছর পূর্তিদিনের কথা

গোলাপ মুনীর

এটি এপ্রিল মাস। মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি এপ্রিল সংখ্যাই এর বর্ষপূর্তি সংখ্যা। আমাদের এবারের এপ্রিল সংখ্যাটি হচ্ছে কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার ২৬ বছর পূর্তিসংখ্যা। এই এপ্রিল সংখ্যাটি আমাদের পাঠকদের হাতে যথারীতি তুলে দেয়ার মাধ্যমে কার্যত আমরা কমপিউটার জগৎ-এর ২৬ বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনার গৌরবে গৌরাবান্বিত হলাম। প্রকাশনায় কোনো ধরনের ছেদ না দিয়ে এই ২৬ বছর এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার বিষয়টিকে যথার্থ কারণেই একটি গৌরবের বিষয় হিসেবে আমরা বিবেচনা করি। কারণ, বাংলাদেশের মতো একটি ছোট্ট পাঠক বলয়ের দেশে তথ্যপ্রযুক্তির মতো একান্তভাবেই একটি কাঠখোট্টা বিষয়ে মাতৃভাষা বাংলায় একটি সাময়িকী নিয়মিত ২৬ বছর ধরে একটানা নিয়মিত বের করাটা ছিল সত্যিই এক কঠিন কাজ। তা ছাড়া আছে অনলাইন গণমাধ্যমেরও দাপট। এর মাঝেও কমপিউটার জগৎ-এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে এর নিয়মিত প্রকাশনার কঠিন কাজটি আমরা সম্পন্ন করতে পেরেছি বলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের সুখবোধ বা গৌরববোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতাকে ধারণ করেই এ নিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর ২৬ বছর পূর্তিদিনে সেই সুখবোধ ও গৌরববোধ করছি। কমপিউটার জগৎ নিয়ে আমাদের এই সুখবোধ বা গৌরববোধের আরেকটি জায়গাও আমাদের রয়েছে। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে, এই ২৬ বছর আমরা কমপিউটার জগৎ-কে পাঠকনন্দিত পর্যায় রাখতে পেরেছি, যে সূত্রে পত্রিকাটি এই ২৬ বছর জুড়ে বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচার সংখ্যার আইটি ম্যাগাজিনের রেকর্ড ধরে রাখতে পেরেছে।

এই কাজটি যে সহজ ছিল না, তার একটি সহজবোধ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আজ থেকে ২৬ বছর আগে এ দেশের প্রথম আইটি ম্যাগাজিন হিসেবে কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার পর এ দেশে বাংলা ভাষায় বিগত দুই দশকে আমরা বেশ কয়েকটি আইটি ম্যাগাজিন প্রকাশ হতে দেখেছি। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আইটি ম্যাগাজিন বাজারে এসেছিল নামিদামি কিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু আইটি ম্যাগাজিন প্রকাশনার নানা প্রতিকূল পরিবেশে এগুলো হয় নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে পারেনি, নয়তো এগুলোর প্রকাশনা এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কমপিউটার জগৎ এর আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখে শত প্রতিকূলতার মাঝেও এর নিয়মিত প্রকাশনা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই ২৬ বছর নিয়মিত কমপিউটার জগৎ প্রকাশ করার পেছনে যাবতীয় কৃতিত্ব কমপিউটার জগৎ পরিবারের, তেমনটি আমরা মনে করি না। আমরা বিশ্বাস করি, কমপিউটার জগৎ-এর সম্মানিত লেখক, পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা, পরামর্শক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সক্রিয় সমর্থনের কারণেই এই অসাধ্য সাধন আমরা করতে পেরেছি। তাদের কাছ থেকে এই আন্তরিক ও সক্রিয় সমর্থন না পেলে আমাদের পক্ষে একক প্রয়াসে এর এই নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখা হয়তো কিছুতেই সম্ভব হতো না। তাই শুরুতেই এই ২৬ বছর বর্ষপূর্তির মাসে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে চাই আমাদের সম্মানিত লেখক, পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা, পরামর্শক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীবর্গকে। একই সাথে আমরা বিশ্বাস করি, তাদের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে আগামী দিনেও কমপিউটার জগৎ এর প্রকাশনা যথারীতি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

বরাবর ছিলাম প্রতিশ্রুতিশীল

কমপিউটার জগৎ বরাবর ছিল এর পাঠকদের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল। এবং এই প্রতিশ্রুতি ধারণ করেই আমাদের এই ২৬ বছরের পথচলা। আমরা আজকের এই ২৬তম বর্ষপূর্তির দিনে পাঠকবর্গকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চাই– আসছে দিনগুলোতেও সেই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আমরা থাকব অবিচল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের সরল প্রতিশ্রুতি ছিল– আমরা কখনই নেতিবাচকতাকে প্রশ্রয় দেব না। নেতিবাচক সাংবাদিকতা তথা হলুদ সাংবাদিকতাকে কখনই প্রশ্রয় দেব না। বরাবর সাংবাদিকতার ইতিবাচক সড়কপথে হাঁটব। মোট কথা, আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল– বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে ইতিবাচক সাংবাদিকতার কোনো বিকল্প নেই। তাই তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যেখানে ঠিক যতটুকু বলার দরকার, ঠিক ততটুকুই বলেছি। এর মাধ্যমে কার্যত আমরা এই ২৬ বছর কমপিউটার জগৎ-কে করে তুলতে পেরেছি এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক অনন্য হাতিয়ার। এখানে আমাদের মাঝে আরেকটি স্থির বিশ্বাসও বরাবর কাজ করেছে। আর এই বিশ্বাসটি হচ্ছে– 'একটি পত্রিকাও হতে পারে একটি আন্দোলনের হাতিয়ার'। এই বিশ্বাসনির্ভরতাও ছিল আমাদের সাফল্যের একটি উপাদান। এর সূত্র ধরেই কমপিউটার জগৎ-কে এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ করে তুলতে পেরিছি। এ জন্য আমাদেরকে একই সাথে ভাঙতে হয়েছে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল। বেরিয়ে আসতে হয়েছে গতানুগতিক সাংবাদিকতার বলয় থেকে। আমাদের মধ্যে এই উপলব্ধি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে যে, শুধু প্রতিটি মাস শেষে একটি করে ম্যাগাজিন বের করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার মাঝে আমাদেরকে বৃত্তাবদ্ধ করে রাখা যাবে না। তাই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল– দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নিতে আমাদেরকে নামতে হবে প্রচলিত সাংবাদিকতার বাইরে নানামুখী তৎপরতায়। তাই নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আমাদেরকে আয়োজন করতে হয়েছে নানা ধরনের প্রতিযোগিতার, প্রদর্শনীর, প্রযুক্তিমেলা ও সংবাদ সম্মেলনের। সময়ের প্রয়োজনীয় দাবিটি যেমন তুলে ধরতে হয়েছে কমপিউটার জগৎ-এর পাতায়, তেমনি এ নিয়ে চালাতে হয়েছে নানাধর্মী প্রচারাভিযান। যেতে হয়েছে কর্তৃপক্ষীয় ▸

পর্যায়ের নানাজনের কাছে। বোঝানোর চেষ্টা করতে হয়েছে আমাদের দাবির যৌক্তিকতা। এ ব্যাপারে কখনও কখনও আয়োজন করতে হয়েছে সংবাদ সম্মেলনের। এ ধরনের তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে নানাধর্মী ইতিহাসের জন্ম দিতে পেরেছি। (দেখুন চলতি সংখ্যায় প্রকাশিত '২৬ বছরের মাসিক কমপিউটার জগৎ')।

কমপিউটার জগৎ যেনো ইতিহাসের পাতা

বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর ইতিহাস জানতে হলে কমপিউটার জগৎ-এর এই ২৬ বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি পাতায় চোখ রাখতে হবে। কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ইতিহাসের আকড় হয়ে থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি কোন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে কিংবা প্রবাহিত হতে চেয়েছে, তার খোঁজ মিলবে কমপিউটার জগৎ-এর পাতায় পাতায়। তাই যদি বলা হয়, কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ইতিহাসের এক অনন্য দলিল, তবে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে কখন কোন দাবি উঠেছে, কারা সে দাবি তুলেছিল, কোন দাবি কখন কতটুকু পূরণ হলো না হলো, দাবি আদায়ে কার কী ভূমিকা ছিল, দাবি আদায়ে কাদের কতটুকু গাফিলতি ছিল, কিংবা কতটুকু ইতিবাচক অবদান ছিল, বাংলাদেশের কখন কোন সময়ে কোন প্রাযুক্তিক স্তরে উত্তরণ ঘটেছে, বাংলাদেশ কখন কোন সম্ভাবনার হাতছানির মুখোমুখি হয়েছিল, কখন কীভাবে আমরা সেই সম্ভাবনার কথা জাতির সামনে উপস্থাপন করেছি, কখন দাবি তোলা হলো কমপিউটার পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের, কীভাবে সেই দাবি পূরণ হলো, কখন আমরা অপটিক্যাল ফাইবার সংযুক্তির তাগিদ জাতির সামনে সবার আগে তুলে ধরলাম, আর এই সংযুক্তি কখন পেলাম, কেনো এই সংযুক্তি পেতে অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি হলো, কখন সর্বপ্রথম দাবি উঠল আমাদের নিজস্ব উপগ্রহ উৎক্ষেপণের, সে দাবি পূরণে ধারাপ্রবাহই বা কী, কখন এ দেশে প্রথম কমপিউটার আনা হলো, কারা আনল, কখন এ দেশে শুরু হলো প্রথম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা, এ প্রতিযোগিতার শুরুটাই বা কারা কীভাবে করল, কখন শুরু হলো এ দেশের প্রথম কমপিউটার মেলা, কখন আমরা পেলাম 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কর্মসূচি, কখন কারা দাবি তুলল ইন্টারনেট ভিলেজের, কখন কারা দাবি তুলল সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি উদ্যান তথা হাইটেক পার্কের, এই সিকি শতাব্দী ধরে এ দেশের আইটিসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোই বা কী ধরনের তৎপরতায় জড়িত ছিল, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের গতিধারাই বা কী ছিল, আইটি খাতে কোথায় ছিল আমাদের সাফল্য, আর কোথায় ছিল ব্যর্থতা– ইত্যাদি জানতে হলে কমপিউটার জগৎ-এর পাতায় চোখ রাখতে হবে বৈ কি। তাই আমরা দাবি করতে পারি, কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির এক ঐতিহাসিক দলিল। যারা শুরু থেকে নিয়মিত কমপিউটার জগৎ-এর পাঠক তারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ইতিহাসে কমপিউটার জগৎ এ পর্যন্ত পালন করতে সক্ষম হয়েছে এক অসমান্তরাল ভূমিকা। ফলে আমরা এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনেক ইতিহাসের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছি, যা কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকমাত্রই জানেন। কমপিউটার জগৎ-এর এই ২৬তম বর্ষপূর্তিতে আমরা এ ক্ষেত্রে আগামী দিনে আরও উজ্জ্বলতর ভূমিকা পালনের ব্যাপারে আশাবাদী।

সবচেয়ে বেশি যাকে মনে পড়ছে

কমপিউটার জগৎ-এর এই ২৬ বছর পূর্তিতে যাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে, তিনি হচ্ছেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেরণা পুরুষ অধ্যাপক মরহুম মো: আবদুল কাদের। নিভৃতচারী এই মানুষটি ছিলেন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। বিভিন্ন মহলে তিনি বিবেচিত 'বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ' অভিধায়। তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও অর্থনীতিতে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশকে অগ্রগতির স্বর্ণ শিখরে নিয়ে পৌঁছাতে হলে তথ্যপ্রযুক্তিকে হাতিয়ার করেই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে হবে। মূলত সেই উপলব্ধি সূত্রেই কমপিউটার জগৎ প্রকাশনায় তিনি উদ্যোগী হন। আর এই কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সাহসিকতার সাথে তুলে ধরতে থাকেন। তিনি কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম সংখ্যায় এর প্রচ্ছদ কাহিনীর মাধ্যমে 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' দাবি উপস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। একই সাথে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। তিনি প্রতিটি সরকারের আমলেই সরকারের ভুল পদক্ষেপ ও নীতির সমালোচনা কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের সামনে যখন তথ্যপ্রযুক্তি যে সম্ভাবনা হাতছানি দিয়েছে তা বিস্তারিতভাবে কমপিউটার জগৎ-এর মাধ্যমে তুলে ধরতে থাকেন। সবিশেষ উল্লেখ্য, তিনি যখনই যে দাবি হাজির করেছেন, তা করেছেন পুরোপুরি নির্মোহভাবে, শুধু জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখে। ফলে আজ পর্যন্ত কমপিউটার জগৎ তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে যেসব দাবি জাতির সামনে তুলে ধরেছে, এর সবগুলোই ব্যাপকভাবে জনসমর্থন পেয়েছে। এসব দাবির অনেকগুলোই পূরণ হয়েছে, আবার সরকার পক্ষের অদূরদর্শিতার কারণে অনেকগুলোই পূরণের অপেক্ষায়।

মরহুম আবদুল কাদের সেই নব্বই দশকের গোড়ার দিকে কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার কাজটি যখন শুরু করেন, তখন এ দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের সাংবাদিকের বড় অভাব ছিল। তবে শুরুতেই এ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য বিজ্ঞান সাংবাদিক মরহুম নাজিম উদ্দিন মোস্তানকে তিনি হাতে পেয়েছিলেন। তিনিও আজ আমাদের মাঝে নেই। তবে কমপিউটার জগৎ-কে পাঠকপ্রিয় করে তুলতে তার অবদান ছিল প্রশংসনীয়। তার এই অবদানের কথা আজকে এই দিনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। আমরা যারা কমপিউটার জগৎ পরিবারের সাথে ছিলাম বা এখনও আছি, তাদের পেশাগত মানোন্নয়নে মরহুম আবদুল কাদেরের একটা প্রয়াস বরাবর সক্রিয় ছিল। তবে বলা দরকার, কমপিউটার জগৎ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের আত্মমর্যাদার প্রতি তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। ফলে তার সাথে কাজ করায় ছিল অন্য ধরনের আমেজ।

তা ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের লেখক সৃষ্টিতে ছিল তার সচেতন নজর। কমপিউটার জগৎ-এর লেখকদের লেখক সম্মানী প্রকাশের সাথে সাথে যাতে লেখকদের হাতে পৌঁছে, সে ব্যাপারটি নিশ্চিত করায় তার ছিল কড়া নজর। তার অবর্তমানে আমরা এখনও সেই ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সচেতন। ফলে কমপিউটার জগৎ-এ লিখে লেখকেরা এখনও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

এর বাইরে মানুষ আবদুল কাদের যেমনি ছিলেন পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্বশীল, তেমনি সামাজিক দায়বোধও ছিল তার যথার্থ। যারা তার সাহচর্য পেয়েছেন, তারা এ কথাটি অকপটে স্বীকার করেন।

তার অবর্তমানে আমরা যারা কমপিউটার জগৎ-এর হাল ধরেছি, তারা তারই শেখানো সড়কপথে হাঁটছি। সে জন্য আমাদের পথচলায় আস্থার ভিতটাও বেশ মজবুত ■